দৈনিক
ইনকিলাব

6 SEP 2009
পৃষ্ঠা

দেড় বছরে কোন নিয়োগ হয়নি ॥ অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নষ্ট হচ্ছে চার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও ৫ হাজার বই

আবদুল মুকিত

নানা সমস্যা আর অবহেলার বেড়াজালে বন্দি সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যাত্রা শুরুর দেড় বছর পরও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না এটি। শিক্ষা কার্যক্রমও চলছে অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দুটি বিভাগ চালু করে এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনরকমে চালু রয়েছে একটি বিভাগ। অতিথি শিক্ষক দিয়ে প্রায় দেড় বছর আগে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পাঠদান শুরু করা হলেও আজ অবধি চালু হয়নি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগটি। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত স্থায়ী কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রেষণে নিযুক্ত কিংবা ধার করে আনা ৯ জন শিক্ষক দিয়েই কোনরকম চলছে কলেজের পাঠদান। এছাড়া কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা, উদাসীনতা এবং স্থান সংকুলানের অভাবে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় ৪ লাখ টাকা মূল্যের ৫ হাজার বইপত্রও শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে লাগছে না। চরম অযত্নে পড়ে থাকা মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও বইয়ে এখন বাসা বাঁধছে পোকামাকড়। এমতাবস্থায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনমুখর হয়ে উঠেছে। ২০০৫ সালের ৬ অক্টোবর মহানগরীর টিলাগড় এলাকায় অধিগ্রহণকৃত ৮ একর ভূমির ওপর দেশের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এর দুই বছর তিন মাস পর ২০০৮ সালের ২৬ জানুয়ারী কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের পাঠদান কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। যদিও যাত্রার শুরুতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এক বছরের মধ্যে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তথাপি এখনো কলেজের সবগুলো ভবনের নির্মাণ কাজই শেষ হয়নি। যে তিনটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে ওইগুলোর দেওয়ালেও দেখা দিয়েছে ফাটল। কলেজের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, বৃষ্টি এলে অস্থায়ী কম্পিউটার ল্যাবের দেওয়াল চুঁয়ে পানি পড়ে। ওই ল্যাবের জন্য ২৯২টি কম্পিউটার থাকলেও আজ পর্যন্ত তা চালু হয়নি। এর কারণও লোকবল সংকট। বর্তমানে এ কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে দুটি ব্যাচে ৬০ জন করে শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। আর এদের পাঠদান করাচ্ছেন ৯ জন শিক্ষক, যাদের সবাই অতিথি। এদের ৩ জন শাবি'র ছাত্র, ২ জন সদ্য বুয়েট থেকে পাস করেছেন, ২ জন এমসি কলেজের শিক্ষক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক ১ জন এবং অপর জন সিলেট পলিটেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষক। দাপ্তরিক কাজের জন্যও কলেজের নিজস্ব কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। একজন রেজিস্ট্রার ও একজন ক্যাশিয়ারকে পলিটেকনিক কলেজ থেকে ধার করে নেয়া হয়েছে। তাদের সহযোগিতার জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন আরও ৫ জন এমএলএস।

সরেজমিন দেখা গেছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য কেনা চার কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি কোনো কাজে লাগেনি। অযত্ন, অবহেলায় পড়ে থাকা যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ভবনের বারান্দায় দেড় বছর ধরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে ল্যাব মেশিন, ট্রান্সফরমার, ড্রিলিং মেশিনের মতো মূল্যবান যন্ত্রপাতিও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষক সংকট এবং ভবন নির্মাণ শেষ না হওয়ার কারণেই আগে কেনা এসব যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। এই কলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি হোস্টেল রয়েছে, যার প্রতিটিতেই আসন ১৮০টি করে। কিন্তু এই হোস্টেল দুটিতে এখনও গ্যাস ও পানি সংযোগ দেয়া হয়নি। এগুলোতে নেই বাথরুম ও ডাইনিং সুবিধা। ফলে শিক্ষার্থীরা হোস্টেলগুলোতে থাকতে পারছেন না। ছাত্রদের অধিকাংশই থাকছেন কলেজের টিচার্স কোয়ার্টারে। আর কম্পিউটার ল্যাবের একটি ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার করছেন ছাত্ররা। সম্প্রতি ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ৩০টি কম্পিউটার দিয়ে একটি ক্লাস রুমকে অস্থায়ী ল্যাব হিসেবে ব্যবহার করা হলেও এখানে স্থাপিত এয়ার কন্ডিশন মেশিনও অকেজো রয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবে এখনো ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়নি। বিশাল লাইব্রেরি ভবনে প্রায় ৪০ লাখ টাকা মূল্যের পাঁচ হাজার বই থাকলেও তা শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে লাগছে না। অযত্ন, অবহেলায় পড়ে থাকা বইগুলোতে বাসা বাঁধছে পোকামাকড়। শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে কলেজ অধ্যক্ষকে অবরোধ, ক্লাস বর্জন, মানববন্ধন, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদানসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে। দাবি আদায় না হলে পরবর্তীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দাসকেও সরিয়ে নেয়া হলেও পরবর্তীতে আবার তাকে পূর্বের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থদের মধ্যে ক্ষোভের শেষ নেই। যে কোনো সময় ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে বেসামাল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে বলে আশংকা রয়েছে।

কলেজ প্রশাসন সূত্র জানায়, কলেজটির নিয়োগ নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন না হওয়ায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। কলেজটির অবকাঠামোগত প্রকল্পে ৫৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকার কাজ চলছে, যা আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়া কথা। এ প্রকল্পের অধীনে চারতলা বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন, তিনটি একাডেমিক ভবন, একটি অধ্যাপক কোয়ার্টার, একটি প্রভাষক-কর্মকর্তাদের কোয়ার্টার, একটি কর্মচারী কোয়ার্টার, দুইতলা বিশিষ্ট অধ্যক্ষ বাসভবন, পাঁচতলা বিশিষ্ট ছেলেদের জন্য ৩৬০ সিটের দুটি ছাত্রাবাস এবং ৮০ সিটের একটি ছাত্রীনিবাসের কাজ শেষ পর্যায়ে।